*বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম*

## একটি আহ্বান... একটি আহ্বান... একটি আহ্বান... মুসলিম দেশসমূহের সামরিক অফিসারদের প্রতি

# আপনাদের মধ্যে কি এমন একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিও নাই যিনি ফিলিস্তিনের পবিত্র আল-আকসা মসজিদ ও সেখানকার নারীদের সাহায্যে তার অস্ত্র হাতে গর্জে উঠবেন? (অনুবাদকৃত)

হিজরী ১৪৩৮ সনের শাওয়াল মাসের ২৭তম দিনটি ছিল পর পর দ্বিতীয় এমন আরেকটি শুক্রবার, যেদিন মুসলিমরা পবিত্র আল-আকসা মসজিদে জুমু'আহ্'র সালাত আদায় করতে পারলো না এবং এই দুই শুক্রবার হিজরী ১৩৮৯ সনের সেই শুক্রবারের সাথে যুক্ত হলো যেদিন ইহুদীরা পবিত্র আল-আকসার মসজিদের মিম্বরে আগুন লাগিয়েছিল। এতে এমন এক ভয়াবহ নজির স্থাপিত হলো যা হিজরী ৫৮৩ সনের পর থেকে কখনও হয়নি, যখন সালাহ্ আদ-দ্বীন ক্রুসেডারদের কবল থেকে জেরুজালেমকে মুক্ত করেছিলেন, এবং অপবিত্র ক্রুসেডারদের কবল থেকে জেরুজালেমকে পবিত্র করে প্রথম জুমু'আহ্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আট শতাব্দীরও বেশী সময় পর এই নিয়ে মোট তিনবার মুসলিমরা জুমু'আহ্ সালাত আদায় করতে পারলো না!! এতে আরও স্পষ্ট হলো যে ইহুদী রাষ্ট্রটি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ শত্রুতা পোষণ করে। তারা মুসলিমদেরকে সালাত আদায়ে বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আল-আকসার প্রাঙ্গণজুড়ে জামাতে সালাত আদায়রত মুসুল্লিদের উপরে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করেছে, এবং নিজেদেরকে সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নোক্ত বর্ণনার কাতারে ফেলেছে:

**"নিশ্চয়ই আপনি সব মানুষের মধ্যে ইহুদী এবং মুশরিকদেরকে মুসলিমদের প্রতি অধিক শত্রুতা পোষণকারী হিসেবে পাবেন।"** [আল-মা'য়িদা : ৮২]

অন্যদিকে, নেতানিয়াহুকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে মিশরের রাষ্ট্রপতি তার সাথে যোগাযোগ করে, এবং জর্ডানের বাদশাহ্ ও তুরস্কের রাষ্ট্রপতিও একই পথ অনুসরণ করে। এবং সৌদী বাদশাহ্ আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে সংঘটিত ঘটনাসমূহ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে নামমাত্র বিবৃতি দেয়। ইহুদীদের কাছে তাদের আকুতি মিনতি হচ্ছে যেন ইবাদতকারীদেরকে আল-আকসায় নামাযের সুযোগ দেয়া হয় এবং বৈদ্যুতিক প্রবেশদ্বারের ব্যবহার হ্রাস করা হয়, যদিও সেখানে অনুসন্ধান ও তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। এবং একই অবস্থান হচ্ছে অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বের শাসকদের, তারা দুর্বল এমনকি কেউ কেউ ফিসফিস কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে, এমন যেন আল-আকসায় যা ঘটছে তা তাদেরকে মোটেও উদ্বিগ্ন করে না, এবং তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং বিশ্বাসীদের কাছে মোটেও লজ্জিত নয়, এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সত্যই বলেছেন:

**"প্রথম নবুয়্যতের বাণীসমূহ হতে মানুষের এই উপলব্ধি হয়েছে যে: যখন তোমাদের কোন লজ্জা না থাকে তখন তোমরা যা খুশি তাই কর।"** [আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ হতে আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত]

যতদিন পর্যন্ত ইহুদী রাষ্ট্রটি অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনকে দখল করে রাখবে ততদিন পর্যন্ত আল-আকসার সমস্যা সমাধান হবে না। এই ইহুদী রাষ্ট্রের অধীনে বড়জোর যা পাওয়া যেতে পারে তা হলো ইহুদীদের আদেশ ও অনুমতি সাপেক্ষে এবং তাদের অস্ত্রের মুখে আল-আকসায় নামায পড়ার অনুমোদন। তাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রী বলেছে যে: "আল-আকসা ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণাধীন, এটা উন্মুক্ত ও বন্ধ রাখার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইসরাইলের", এবং মুসলিম দেশগুলোর দালাল শাসকদের অধীনতার কারণেই ঘৃণ্য এই ব্যক্তি এমন দম্ভোক্তির সাহস দেখিয়েছে। সেদিন থেকেই এই অপরাধ ও জুলুমের সূচনা হয়েছিল যেদিন এসব তাঁবেদার শাসকেরা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অন্তর্গত কতিপয় ব্যাধিগ্রস্থ হৃদয়ের অধিকারী অর্ধ-শাসকদের সাথে এই বিষয়ে একমত হয়েছিল যে ফিলিস্তিন হচ্ছে কেবলই ফিলিস্তিনের জনগণের বিষয়, এবং এরপর থেকে এসব শাসকেরা ফিলিস্তিনে যা ঘটছে তা দর্শকের মত বসে বসে দেখছে কখনও সামান্য দুঃখ নিয়ে কিংবা নির্বিকার চিত্তে! এবং তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হিসেবে গণ্য হয়েছে সে, যে কিনা ইহুদী রাষ্ট্রের প্রধানের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে ফিলিস্তিনি জনগণের উপর মাত্রাতিরিক্ত সহিংসতা হ্রাসের আহ্বান জানায়! এই হচ্ছে এসব শাসকদের কর্তৃক ফিলিস্তিনকে বিসর্জন দিয়ে ফিলিস্তিনকে সহায়তার নমূণা, এর উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত যে কিনা সকল প্রচেষ্টায় অর্জিত ফসলকে নষ্ট করে ফেলে।

**"আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন; তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?"** [আল-মুনাফিকুন : ৪]

মুসলিম দেশসমূহের রুওয়াইবিদা (অজ্ঞ) শাসকেরা ভালোভাবেই জানে যে, ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের আন্দোলনসমূহ ইহুদী রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। তারা এটাও উপলব্দি করে যে, বিকলাঙ্গ ইহুদী রাষ্ট্রের ধ্বংস ব্যতিত আল-আকসা এবং সমগ্র ফিলিস্তিনের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, এবং শুধুমাত্র একটি সামরিক বাহিনীই পারে তাদের সমরাস্ত্র নিয়ে গর্জে উঠে এই বিকলাঙ্গ রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব নির্মূল করে দিতে। এই পবিত্র ভূমি, পবিত্র বাইতুল মাকদিস, দুই কিবলার প্রথম কিবলা এবং মুসলিমদের তৃতীয় পবিত্র স্থানের জন্য সাহায্যে এভাবেই এগিয়ে আসতে হবে, এবং এভাবেই ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে মুসলিম নারীদের জন্য বিজয় অর্জিত হবে।

মুসলিম সামরিক বাহিনীগুলোতে কি এমন কোন ন্যায়নিষ্ঠ অফিসার নাই যিনি তার সহকর্মীদের (ভাইদের) সঙ্গে নিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে অস্ত্র হাতে গর্জে উঠবেন, মুসলিম নারীদের উদ্ধার করবেন, যারা পবিত্র আল-আকসা চত্বর ও তার আশপাশের এলাকায় বর্বর ইহুদীদের কর্তৃক আক্রমণের শিকার হয়েছেন? মুসলিম সামরিক বাহিনীগুলোতে কি এমন একজন ন্যায়নিষ্ঠ অফিসার থাকা উচিত নয় যার ধমনীতে প্রবাহিত টগবগে রক্ত তাকে তার ব্রিগ্রেডসহ আল-আকসা অভিমূখে ধাবিত করবে এবং যিনি তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ানো শাসকদের দৃঢ়ভাবে পদদলিত করে এগিয়ে যাবেন? মুসলিম সামরিক বাহিনীগুলোতে কি এমন একজন ন্যায়নিষ্ঠ অফিসার থাকা উচিত নয় যিনি আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সাঃ)-এর আনসারগণ কর্তৃক প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হবেন, যিনি ইসলামের নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনবেন এবং **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ দিবেন, এবং এসব দালাল শাসকদেরকে অপসারণ করে ইসলামী শাসন, ইসলামী রাষ্ট্র, খিলাফতে রাশিদাহ্ (ন্যায়নিষ্ঠ খিলাফত) প্রতিষ্ঠিত করবেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত সুসংবাদের অধিকারী হওয়ার জন্য রাক্ষুসে ইহুদী রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন

করার উদ্দেশ্যে খিলাফতের সামরিক বাহিনীকে নেতৃত্ব দিবেন? আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে মুসলিম তার সহীহ্'তে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: **"(কিয়ামত) সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলিমরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে, তাদেরকে হত্যা করবে..."**। আরেকটি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: **"ইহুদীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে, তোমরা তাদের উপর বিজয়ী হবে।"**

**হে মুসলিমগণ:** মুসলিম সামরিক অফিসাররা আপনাদের অন্তর্গত, তারা আপনাদেরই সন্তান, ভাই এবং আপনাদেরই পরিবার, সুতরাং তাদেরকে সেই সত্যের দিকে পরিচালিত করুন যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাযিল করেছেন, তাদেরকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করুন, যাতে তারা আল্লাহ্'র দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন, এবং ইসলামের সেই সৈনিকদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারেন যারা ক্রুসেডারদেরকে ফিলিস্তিন ও আশ-শামের ভূমি হতে নির্মূল করেছিলেন ও তাতারদেরকে ইসলামের ভূমি হতে অপসারণ করেছিলেন। যারা ছিলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সেই আলোকবর্তিকা যারা সত্যকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

যদি মুসলিম সামরিক অফিসাররা সেসব মহান সৈনিকদের মত মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হতে চান তবে তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্'র দ্বীনকে সাহায্য করতে হবে এবং আল-আকসা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সাহায্যে অগ্রসর হতে হবে, এবং তাদের পথ থেকে এসব দালাল শাসকদেরকে অপসারণ করে পদদলিত করতে হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের নাম উল্লেখ করবেন "নূরের কিতাব" এবং এই দুনিয়াতে তারা শক্তিশালী হবেন, এবং তারা আখিরাতে সর্বশক্তিমান মহান বাদশাহ্'র সাথে সত্যের আসনে অবস্থান করবেন:

**"নিশ্চয়ই, খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।"** [আল-কামার : ৫৪-৫৫]

**হে মুসলিম দেশসমূহের সামরিক অফিসারগণ:**

আল-আকসা সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করছে, আল-আকসার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করছে। ইহুদীদের রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করা ব্যতিত আল-আকসাকে তার বন্দীদশা হতে মুক্ত করা সম্ভব নয়, যদিওবা ফিলিস্তিনের জনগণের আন্দোলনসমূহ বীরোচিত ও মহান। তবে এসব আন্দোলনসমূহ ইহুদীদের রাষ্ট্রটিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না, যদিওবা তারা সাধ্যমত তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। এবং তারা সাহায্য ও সহায়তার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সুতরাং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন, এবং আল্লাহ্ আল-আজিজ, আল-হাকিম-এর আহ্বানে সাড়া দিন:

**"আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।"** [আল-আনফাল : ৭২]

**হে মুসলিম দেশসমূহের সামরিক অফিসারগণ: হে মুসলিমগণ:**

আমাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, আমরা ইহুদী রাষ্ট্রটির মূলোৎপাটন করব। সুতরাং, ইহুদী রাষ্ট্রটিকে নির্মূলকারী সামরিক বাহিনীতে পরিণত হোন, আর এই সামরিক বাহিনী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক রহমতপ্রাপ্ত।

আমাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, এই জুলুমের শাসনের পরে আল্লাহ্'র ইচ্ছায় খিলাফত প্রত্যাবর্তন করবে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

**"...তারপর আসবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত – নবুয়্যতের আদলে, এবং এরপরে তিনি (সাঃ) নিশ্চুপ ছিলেন।"** (হুযায়ফাহ্ ইবনে আল-ইয়ামান হতে ইমাম আহ্মাদ কর্তৃক বর্ণিত)। সুতরাং সেই সামরিক বাহিনীতে পরিণত হোন যেটি খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কর্মরত **হিযবুত তাহ্রীর**-কে নুসরাহ্ প্রদান করবে; এবং সেই সামরিক বাহিনীই হচ্ছে রহমতপ্রাপ্ত।

আমাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, ইসলামের সামরিক বাহিনী আশ-শাম এবং তার রত্ন আল-কুদ্স (জেরুজালেম) পুনরুদ্ধার করে সেটাকে দারুল ইসলামে (ইসলামের ভূমি) অন্তর্ভুক্ত করবে। সালামাহ্ ইবনে নাফিল (রা.)-এর হাদীস হতে ইমাম আহ্মাদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

**"মু'মিনদের আবাসস্থল হচ্ছে আশ-শাম।"**

কাসির বিন মুররাহ্ কর্তৃক লিখিত ফিতান-এর গ্রন্থে নাঈম বিন হাম্মাদ-এর একটি বর্ণনায় এসেছে যে:

**"ইসলামের আবাসস্থল হচ্ছে আশ–শাম"**... এবং আশ-শাম ও তার রত্ন আল-কুদ্স (জেরুজালেম) আল্লাহ্'র ইচ্ছায় পরিপূর্ণ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব সহকারে প্রত্যাবর্তন করবে, সুতরাং সেই সামরিক বাহিনীতে পরিণত হোন যেটি এটাকে পুনরুদ্ধার করবে, এবং সেই সামরিক বাহিনীই রহমতপ্রাপ্ত।

**হে মুসলিম সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ: এবং সামরিক বাহিনীর অফিসারদের পরিবারবর্গ:** আল্লাহ্'র দ্বীনের সাহায্যে এগিয়ে আসুন... বাইতুল মাকদিস ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সাহায্যে এগিয়ে আসুন... পবিত্র ভূমির নারীদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন... ইহুদী রাষ্ট্রের অপসারণে এগিয়ে আসুন... ন্যায়নিষ্ঠ খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত কর্মীদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন... ইসলামের আবাসস্থলে পরিণত করার জন্য আশ-শাম ও তার রত্ন আল-কুদসকে পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসুন... এই দুনিয়া ও আখিরাতের গৌরবের দিকে এগিয়ে আসুন... এবং তারা যা পরিকল্পনা করে (আপনাদের জন্য) তা হতে এটাই উত্তম। আল্লাহ্ আল-আজিজ আল-হাকিম (সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী) বলেন:

**"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল-এর সেই আহ্বানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে এমনকিছুর দিকে আহ্বান করা হয় যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে। জেনে রেখো, আল্লাহ্ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।"** [আল-আনফাল : ২৪]

*২৭ শাওয়াল, ১৪৩৮ হিজরী*
*২১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ*

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্রীর
www.hizb-ut-tahrir.info